আলমডাঙ্গায় জিকে ক্যানেলে নির্মাণের সাত দিনের মাথায় উইং ওয়ালে ভাঙ্গন

আলমডাঙ্গার জিকে ক্যানেলের উইং ওয়াল সদ্য নির্মাণের সাত দিনের দিনের মাথায় ভেঙে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার যাদবপুর গ্রামে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ৭ লাখ টাকা ব্যায়ে সদ্য নির্মাণ হয় উইং ওয়াল। উইং ওয়াল নির্মাণ কাজে নিম্নমানে ইট,সিমেন্ট ও বালি ব্যবহার করা হয়। এ নির্মাণ কাজটি করেন ওয়াহেদ কনকট্রাকশন নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। শিডিউল মোতাবেক কাজ না করার অভিযোগ তোলেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় বাসিন্দা আবুল হোসেন জানান, নিম্নমানের ইট ও মানহীন সিমেন্ট দিয়ে সলিং কাজ সম্পন্ন করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিদিন শত শত কিউসেক পানি প্রবাহ হবার কারণে নিম্নমানের উইং ওয়াল ভেঙে গেছে।

ঠিকাদার ওয়াহেদ মিয়া বলেন, শিডিউল অনুযায়ী জিকে ক্যানেলে ইটের সিলিং কাজের শেষ হয়েছে। তিনি আরো বলেন, – শুধু ইটের সলিং পানিতে টিকবে না। ঢালাই দিতে হবে। শিডিউলে ঢালায়ের কোন কাজ নেই।

চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ বলেন, ট্র্যাক্টর যাওয়ার ফলে ভেঙ্গে গেছে বলে জেনেছি। কাজের মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি। কোন অনিয়ম হলে ঠিকাদারকে নিজেই আবারো নির্মাণ করে দিতে হব।

হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি’র পদযাত্রা কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা

বেগম খালেদা জিয়াসহ সকল রজবন্দিদের মুক্তি, সরকারের দমন-পীড়ন, সন্ত্রাস নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদুৎ, গ্যাস ও নিত্যপণ্যের মূল্য কমানোসহ ১০দফা দাবিতে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি উদ্যোগে বিভিন্ন ইউনিয়নে পদযাত্রা কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১১ ফেব্রুয়ারী) বিকাল ৩টায় উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে একযোগে এই কর্মসূচী শুরু হয়। পদযাত্রা কর্মসূচী পালন কালে উপজেলার ৬নং ফলসী ইউনিয়নের কুলবাড়ীয়া বাজারে এবং ৭নং রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চরপাড়া বাজারে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। পরে সমাবেশ সংক্ষিপ্ত করে পদযাত্রা শেষ করতে হয়েছে।

এছাড়া ভায়না ও জোড়াদহ ইউনিয়নে বিএনপির শান্তিপূর্ণ পদযাত্রায় আওয়ামী লীগ হামলা করে করেছে বলে জানান উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন। তিনি আরও বলেন জোড়াদহ ও জটারখাল বাজারে বিএনপির পদযাত্রা কালে আওয়ামী লীগের হামলায় উপজেলার তৈলটুপি গ্রামের মওলা বকশো ও জহুরুল ইসলাম গুরতর আহত হয়। এত বাধার মুখেও অন্যান্য ইউনিয়নে বিএনপির সংক্ষিপ্ত পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে তাইজাল হোসেন বিএনপির তৃনমুলের নেতাকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেণ।

পদযাত্রা সফল করতে ভায়না ইউনিয়নের দায়িত্বে ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার, জোড়াদহ ইউনিয়নে জেলা বিএনপির সদস্য আফাঙ্গীর বিশ্বাস, ফলসী ইউনিয়নে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন, তাহেরহুদা জেলা বিএনপির নেতা আব্দুল মমিনসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, কৃষকদল এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে অংশ গ্রহন করে।

গাংনীর বামুন্দি মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরণের ঘটনায় ১৮ জনকে আসামী করে মামলা

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দীতে গতকাল শুক্রবার রাতে একটি মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরনের ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে বিএনপির ১৮জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওই রাতে গাংনী থানার এসআই ইসরাফিল হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। এদের মধ্যে ৮ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। যার মামলা নং-১২।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- মোঃ শাহ্ আলম (৩৫), পিতাঃ মোঃ আয়ুব আলী,
২। মোঃ শাওন (৪৫), পিতা- মৃত ফজলুল হক, ৩। মোঃ মহিবুল ইসলাম পলাশ (৫০), পিতা- মৃত বদরুল আলম (ভাদু), সর্ব সাং- নিশিপুর, ৪। মোঃ আশরাফুল ইসলাম (৩৫), পিতা- মৃত আজিজুল হক, সাং- বামন্দী, ৫। মোঃ আব্দুল হক (৪০), পিতা- মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, সাং- বেতবাড়িয়া সরদারপাড়া, ৬। মোঃ মনিরুজ্জামান (৫৪), পিতা- মোঃ তাজের আলী মোল্লা, সাং- কাড়াইগাছি, ৭। মোঃ কামরুজ্জামান (৪৭), পিতা- মৃত আব্দুর রহমান, সাং- গাড়াবাড়িয়া এবং তদন্তপ্রাপ্ত সন্ধিগ্ধ আসামী হিসেবে গ্রেফতার করেন ৮। আমানুর রহমান আমল ◌ু(৫২), পিতা-মৃত আইয়ুব ফকির,সাং-সাহারবাটি। গ্রেফতারকৃত আসামীদের শনিবার সকালে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাকীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

উল্লেখ্যঃ শুক্রবার রাত আটটার দিকে গাংনীর বামন্দীর একটি মাদ্রসায় ককটেল বিষ্ফোরণের ঘটেনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিষ্ফোরণের পর পুলিশের অভিযান শুরু হয়। এবং ৮জনকে আটক করা হয়।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা বামন্দীর একটি মাদ্রাসায় গোপন বৈঠক করছিল। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলের কাছাকাছি গেলে একটি ককটেল বিষ্ফোরিত হয়। এসময় সেখান থেকে নেতাকর্মীরা পালিয়ে

যায়। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল, ২টি দেশীয় অস্ত্র (রামদা) এবং লাঠিসোটা উদ্ধার করা হয়েছিল।

এদিকে উক্ত ঘটনা সাজানো বলে দাবী করে উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দরা জানান, দেশব্যাপি বিএনপির তৃণমুল পর্যায়ে পদযাত্রার হবে গতকাল শনিবার। বিএনপির পক্ষ থেকে এই পদযাত্রা না করতে পারে সেজন্যই গ্রামে গ্রামে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। গ্রেফতার আতংকে বিএনপির কর্মী সর্মকরা ঘর ছাড়া হয়ে আতংকিত রয়েছেন বলেও উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে।

দামুড়হুদার মুন্সিপুর সীমান্তে ৯০ লাখ টাকার সোনার বার উদ্ধার

দামুড়হুদার মুন্সিপুর সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়েছে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি। এ অভিযানে কসটেপে মোড়ানো তিনটি প্যাকেট হতে ১ কেজি ১শ গ্রাম স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে।

গতকাল শুক্রবার দুপুর ৩ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল শাহ মোঃ ইশতিয়াক, পিএসসি এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় দামুড়হুদা থানার অন্তর্গত মুন্সিপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ হতে ভারতে স্বর্ণ চোরাচালান হচ্ছে মর্মে মুন্সিপুর বিওপির জেসিও-৮৬৪৬ নায়েব সুবেদার আলাউদ্দিন বিশ্বাস টহল দল নিয়ে সীমান্ত পিলার ৯২/১০-আর হতে ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সরদারপাড়া নামক এলাকায় মাঠের মধ্যে এ্যাম্বুশ করে।

এসময় বিজিবি সশস্ত্র টহলদল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে উক্ত চোরাকারবারীকে ধাওয়া করলে তাদের নিকট থাকা তিনটি প্যাকেট ফেলে দৌড়ে ভারতে দিকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিজিবি টহলদল উক্ত স্থান হতে কসটেপ দ্বারা মোড়ানো সাদা ও কালো রংয়ের তিনটি প্যাকেট উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত প্যাকেটগুলির মধ্যে হতে ১০ টি স্বর্ণের

বার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এ স্বর্নের বারের মৃল্য প্রায় ৯০ লাখ টাকা। উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের ওজন ১ কেজি ১০০ গ্রাম।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা থানায় মামলা হয়েছে। আটককৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সভাপতি তুষার সাধারণ সম্পাদক জিনারুল

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে কণ্ঠভোটে তুষার আহমেদকে সভাপতি জিনারুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকালে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির হলরুমে নির্বাচিত সদস্যদের কণ্ঠভোটে তাদের কে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়।

সমিতির অন্য সদস্যদের মধ্যে থেকে আব্দুল মান্নানকে সহসভাপতি, ফযজুল্লাহ হককে কোষাধাক্ষ্য পদে নির্বাচিত করা হয়।

এর আগে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অন্তর্গত মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার অঞ্চলভিত্তিক ১১ সদস্য নির্বাচন হয় ভোটারদের ভোটের মাধ্যমে।

মেহেরপুরে ইউনিয়নে ইউনিয়নে বিএনপির পদযাত্রা, জেলা শহরে আ.লীগের শান্তি সমাবেশ

মেহেরপুরের তিন উপজেলার ২০টি ইউনিয়নে কেন্দ্রীয় ঘোষীত আজ শনিবার পদযাত্রা ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে বিএনপি। সুবিধামত স্থানগুলোতে তারা এ কর্মসূচী পালন করবে। এদিকে, গতকাল শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এমনকি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও আওয়ামী লীগের কোন কর্মসূচীর খবর পাওয়া যায়নি।

তবে গতকাল সন্ধ্যা থেকে নাশকতার অভিযোগে বিএনপির নেতাকর্মীদের ধরপাকড় শুরু করেছে পুলিশ। গাংনী উপজেলার বামন্দী থেকে ৬ নেতা ও সদরের আমঝুপি থেকে ২ নেতাকে আটক করার খবর পাওয়া গেছে। বামন্দী থেকে দেশী অস্ত্র ও ককটেল উদ্ধারেরও খবর পাওয়া গেছে। পুলিশি অভিযানের আতঙ্কে বিএনপির নেতাকর্মীরা ঘরছাড়া বলে দাবী করেছেন বিএনপির নেতারা। গতকাল এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (রাত ১২ টা পর্যন্ত) ৮ জনকে আটকের খবর পাওয়া গেছে।

আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর কর্মকর্তারা জানান, কোন সংঘাতের আশঙ্কা নেই। সংঘাত হলে আইননুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলায় তিন থানা ও ক্যাম্প মিলিয়ে ৩ শতাধিক পুলিশ ফোর্স রয়েছে। পুলিশের দাবি সংঘাত হলে এই সদস্য দিয়েই সংঘাত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

খোজ নিয়ে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার বামন্দী, ধানখোলা ও মড়কাতে বিএনপির এসকল কর্মসূচী পালন করবে পুলিশের বিশেষ শাখাকে অবহিত করেছে। একই ভাবে মুজিবনগরের দারিয়াপুর ও মোনাখালীতেও বিএনপির কর্মসূচী হবে বলে পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে। তবে সদরের কোথায় কোথায় বিএনপি কর্মসূচী পালন করবে তা জানা যায়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, গাংনীর তিন স্থানে বিএনপির কর্মসূচীর খবর পেয়েছি। আওয়ামী লীগের কোন কর্মসূচীর খবর এখনো পায়নি। আশা করি শান্তিপূর্ণভাবে বিএনপি তাদের কর্মসূচী পালন করবে। ব্যতায় হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো জানান, গাংনীতে ৬টি ক্যাম্প ও থানা মিলিয়ে যে সংখ্যাক পুলিশ আছে তা কম হলেও সংঘাত নিয়ন্ত্রণে এ সংখ্যাই যথেষ্ঠ।

জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল বলেন, আমরা কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর ঘোষণা অনুযায়ী গাংনীর ৯টি ইউনিয়নেই পদযাত্রা কর্মসূচীর প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ চার স্থানে করার অনুমতি দিয়েছে। যে কারণে আমরা চার স্থানের প্রস্তুতি নিয়েছি। এর মধ্যে সন্ধ্যার সময় বামন্দী থেকে চার নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। এর পর থেকে বিএনপির নেতাকর্মীরা ঘরছাড়া হয়ে আছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধির প্রতিবাদের আমরাদের এ সকল কর্মসূচী। তাতে বিএনপির নেতাকর্মীদের হয়রানী করার জন্য পুলিশ নাশকতার মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল জানান, থানা ও ৩ ক্যাম্প মিলিয়ে যে পুলিশ আছে তাতে উপজেলার শান্তি শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ঠ। তবে এখানকার উভয়দলের নেতাকর্মীরা শান্ত। সুষ্ঠ পরিবেশেই উভয় দল কর্মসূচী পালব করবে বলে তিনি আশা করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ মইনুল ইসলাম জানান, বিএনপি কয়েকটি স্থানে কর্মসূচী পালন করবে শুনলেও নির্দিষ্ট স্থানের নাম এখনো পায়নি। আওয়ামী লীগের কোন কর্মসূচীর খবর পাইনি। তবে মেহেরপুর শান্তিপূর্ণ জেলা। এখানে কোন সংঘাতের আশঙ্কা নেই।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন নির্দিষ্ট করে স্থানের নাম না বললেও তিনি বলেন, সকল ইউনিয়নে আমাদের পদযাত্রা করার প্রস্তুতি চলছে। সুবিধামত স্থানগুলোতে আমরা কর্মসূচী পালন করবো। আওয়ামী লীগের কোন কর্মসূচী আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, শুনেছি তারাও দুএকটি স্থানে কর্মসূচী পালন করবে। তবে তারা তাদের মত করবে, আমরা আমাদের মত করবো। কোন সংঘাত পরিস্থিতি তৈরি হোক এটা চাই না।

গাংনীতে মাদ্রাসায় ককটেল

বিষ্ফোরণ,৫টি ককটেল ও দেশিয় অস্ত্রসহ আটক-৬

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দীর একটি মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরনের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে বিএনপির ছয় নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে।

শুক্রবার রাত আটটার দিকে বিষ্ফোরণের পর পুলিশের অভিযান শুরু করে পুলিশ।

আটক কৃতরা হলো- বামুন্দির মৃত ফজলু মেলেটারর ছেলে আব্দুল আল হাসান(৩০),ভোদরুল আলমের ছেলে মহিবুল হক পলাশ(৪২),নিশিপুর গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে শাহ আলম(৩৫),বামুন্দি সেন্টার পাড়ার আজিজুলের ছেলে আশরাফুল ইসলাম(৩২),বেতবাড়িয়া গ্রামের মোফাজ্জেলের ছেলে আব্দুল হক(৩৫) ও কড়ইগাছি গ্রামের তাজ্জব আলীর ছেলে মনিরুজ্জামান(৩৭) এরা সকলেই বিনপি’র সর্ম্থক।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা বামন্দীর দাখিল মাদ্রাসায় গোপন বৈঠক করছিল। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলের কাছাকাছি গেলে একটি ককটেল বিষ্ফোরিত হয়। এসময় সেখান থেকে বৈঠককারীরা পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল, ২টি দেশীয় অস্ত্র (রামদা) এবং লাঠিসোটা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে বিএনপির ছয় নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে । তবে আটককৃতদের দলীয় কোন পদ পদবী আছে কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক আরও জানান, ককটেল বিষ্ফোরণ ও ককটেল উদ্ধারের ঘটনায় মামলা দায়ের প্রক্রিয়া শেষে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

দামুড়হুদায় পুলিশের অভিযানে ৭টি ককটেল সহ ৫জন গ্রেফতার

দামুড়হুদায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে নাশকতা করার চেষ্টাকালে ৭টা ককটেল বোমা সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে দামুড়হুদা উপজেলা সদর ইউনিয়ন পরিষদের ফুটবল মাঠ থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার শওকত আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম টুটুল (৩৮), মুন্সিপুর গ্রামের কুতুবউদ্দিন এর ছেলে তরিকুল ইসলাম (৩৮), পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের আক্কাচ মন্ডলের ছেলে আব্দুল হান্নান (৫৫), বিষ্ণুপুর গ্রামের জবেদ আলী মন্ডলের ছেলে মজিবুল হক (৫২), জয়রামপুর বাগান পাড়ার মৃত আইজ উদ্দিন এর ছেলে আব্দুল মালেক (৪০)।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই সোয়াদ বিন মোবারক, এসআই মিজানুর রহমান, এসআই আসাদুজ্জামান, এসআই মনজুরুল হক, এসআই তাপস কুমার রায়, এএসআই দিরাজ আলী, এএসআই শেখ আবু হানিফ, এএসআই আব্দুল্লাহ আল মামুন, এএসআই আলমগীরসহ সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ফুটবল খেলার মাঠে কিছু দুষ্কৃতকারী সরকার বিরোধী কর্মকান্ড করার লক্ষে তাহাদের হেফাজতে বিস্ফোরকদ্রব্য বোমা রাখিয়া জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করিতেছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের কাছে একটি ব্যাগের মধ্যে থেকে ৭টি ককটেল বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও ১৫ টি বাসের লাটিসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আরও ২০ থেকে ২৫ জন পালিয়ে যাই। তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

এমআর লজিস্টিকস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

দামুড়হুদায় ভাষা শহীদের স্মরণে এমআর লজিস্টিকস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। দামুড়হুদার ঐতিহ্যবাহী ইয়াংস্টার ক্রিকেট ক্লাবের ২৫ বছর পূর্তী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ডিএফএ) সভাপতি পদপ্রার্থী দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি এমআর লজিস্টিকস বিডি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এখলাছ উদ্দীন সুজনের পৃষ্ঠপোষকতায় শুক্রবার বিকেলে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি এমআর লজিস্টিকস বিডি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এখলাছ উদ্দীন সুজনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী।

দামুড়হুদা ইয়াং স্টার ক্লাবের আয়োজনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, দামুড়হুদা ইয়াংস্টার ক্লাবের সভাপতি ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক এমরাজ উদ্দিন খোকন ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক শমশের আলী।

দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাব বনাম মোক্তারপুর ক্রিকেট একাদশের মধ্যে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়। টর্সে জিতে দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাব প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ১৪ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৮২ রান সংগ্রহ করে। ৮৩ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে মোক্তারপুর ক্রিকেট একাদশ ১৩ ওভার ২ বলে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৫৮ রান সংগ্রহ করে। ফলে দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাব ২৪ রানে জয়লাভ করে। দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাবের খেলোয়াড় জয় (গাংনী, মেহেরপুর) ৩ ওভার বল করে মাত্র ৪ রানের খরচায় ৩ উইকেট নিয়ে ম্যান অফ দি ম্যাচ নির্বাচিত হন।

খেলায় আম্পায়ার ছিলেন আবুল বাশার ও মুকিত আহম্মেদ। ধারাভাষ্য দেন ইমরান নাজির লিটন। স্কোরার ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। আজ শনিবার একই সময় একই মাঠে এমআর লজিস্ট্রিকস বনাম স্টুডেন্ট কেয়ার কোচিং

সেন্টার ক্রিকেট একাদশের মধ্যে টুর্নামেন্টের ২য় খেলা অনুষ্ঠিত হবে।